ধারণাপত্র

প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটদান পদ্ধতি (Diaspora Voting System)

০১। প্রবাসী বাংলাদেশীদের নির্বাচনে ভোটদানের বিষয়টি দীর্ঘ প্রত্যাশিত হলেও আজ পর্যন্ত তাঁদেরকে ভোটের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে একমাত্র পদ্ধতি তথা 'পোস্টাল ব্যালট ভোটিং' অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, প্রাপ্ত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ প্রায় অসম্ভব। ফলে আজ পর্যন্ত দেশের বাইরে থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেয়ার কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পরে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রবাসী ভোটারদের ভোটদানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন-

> "এবার আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে ভোট দেওয়া নিশ্চিত করতে চাই। অতীতে আমরা এ ব্যাপারে অনেকবার আশ্বাসের কথা শুনেছি। এই সরকারের আমলে এটা যেন প্রথমবারের মত বাস্তবায়িত হয়, এটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

বর্তমান নির্বাচন কমিশনও একই প্রত্যাশা ধারণ করে এবং এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৩। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটদানের বিষয়ে 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' দু'টি পদ্ধতির প্রস্তাব করেছে; (১) তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা সূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা, (২) অনলাইন (ইন্টারনেট) ভোটিং ব্যবস্থা। নির্বাচন কমিশন বিষদ পর্যালোচনা করে উক্ত দু'টি পদ্ধতির পাশাপাশি 'প্রক্সি ভোটিং' পদ্ধতিকেও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে। তদানুযায়ী গত ৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ নির্বাচন কমিশনে "Diaspora Voting System" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে DU, BUET, MIST, MoFA, IFES, VERIDOS/ Relief Validation Limited, UNDP, Business Automation, BENGOL Net Limited প্রবাসী ভোটারগণের ভোটদানের প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির পক্ষে যৌক্তিকতা এবং সফলতা-দুর্বলতা তুলে ধরেন। উক্ত কর্মশালায় আরো অংশগ্রহণ করেন-BASIS (Bangladesh Association of Software and Information Services), Business Automation, Synesis IT, Tirzok Private Limited, ADDL এর প্রতিনিধিগণ।

৪। কর্মশালায় প্রাপ্ত উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (DU), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) ও মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (MIST) প্রস্তাবিত তিনটি ভোটিং পদ্ধতির বিস্তারিত রূপরেখা (Architecture) প্রস্তুত করেছে।

৫। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিস্তৃতি, বিন্যাস, সংশ্লিষ্ট দেশের বাস্তবতা ও সরকার/শাসন ব্যবস্থা এবং ভোটারদের Digital Literacy -র নিরিখে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে, যা যেকোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। এগুলো হলো:

ক) প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য যে কোন একটি পদ্ধতিতে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোটগ্রহণ সম্ভব হবেনা বলেই প্রতীয়মান। তাছাড়া কোনো কোনো পদ্ধতি দীর্ঘ ট্রায়াল/পাইলটিং এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এমতাবস্থায়, কার্যকরীভাবে প্রবাসীদের ভোটে অন্তর্ভূক্ত করতে হলে একাধিক পদ্ধতির একটি হাইব্রিড ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) সৃজিত ব্যবস্থা হতে হবে সহজবোধ্য, বিশ্বাসযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং প্রাপ্ত সময়ের মধ্যে সম্পাদনযোগ্য।

৬। বিবৃত বাস্তবতার আলোকে নির্বাচন কমিশন যে তিনটি পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছে তার সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নে তুলে ধরা হলো (বিস্তারিত আগামী ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে উপস্থাপন করা হবে):

রেজিস্ট্রেশনঃ

তিনটি পদ্ধতির জন্যই রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

নিবন্ধন কর্মপ্রবাহ:

ক . ওয়েব ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন-

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (বিইসি) প্রবাসী ভোটারদের জন্য অনলাইন নিবন্ধনের সুবিধা দিতে একটি ওয়েব এপ্লিকেশন ও অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরি করবে ।

খ. আবেদন তথ্য প্রদান-

ভোটারকে নিবন্ধন স্ক্রিনে তাঁর এনআইডি নম্বর, জন্মতারিখ এবং একটি captcha পূরণ করতে হবে। প্রদত্ত এনআইডি নম্বর ও জন্মতারিখ ন্যাশনাল আইডি ডাটাবেজের সঙ্গে মিলে গেলে ভোটার পরবর্তী ধাপে যেতে পারবেন।

গ. ফেস রিকগনিশন ও লাইভনেস ডিটেকশন-

ভোটারকে বিভিন্ন দিকে মাথা ঘোরানো, চোখ খোলা–বন্ধ করার মাধ্যমে লাইভনেস পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। ভোটার থেকে নেওয়া ফেস রেকর্ডটি ডাটাবেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে; সফল মিল নিশ্চিত হলে ভোটদানের সময় ভবিষ্যতের যাচাইয়ের জন্য লাইভ ছবি সংগ্রহ করা হবে। এ সংক্রান্ত ফিচার বর্তমানে এনআইডি ওয়ালেট অ্যাপে সমন্বিত আছে।

ঘ. পাসপোর্ট ও ভিসা আপলোড-

ভোটারকে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসার স্ক্যান কপি অথবা 'ভিসা- প্রয়োজন –নয় (NVR)' সংক্রান্ত ডকুমেন্ট দাখিল করতে হবে ।

ঙ. ভোট প্রদানের দেশ নির্বাচন-

ভোটারকে তিনি যে দেশে ভোট দেবেন সেই দেশ নির্বাচন করতে হবে।

চ. ভোট প্রদানের পদ্ধতি নির্বাচন-

যদি নির্বাচিত দেশের জন্যে একাধিক ভোট প্রদানের পদ্ধতি প্রযোজ্য হয়, তাহলে ভোটারকে তাঁর পছন্দসই পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। বিইসি বর্তমানে ডাক ভোটিং, প্রক্সির মাধ্যমে ভোটিং এবং অনলাইন ভোটিং - এ তিন ধরনের পদ্ধতির কথা পর্যালোচনা করছে । তবে প্রতিটি পদ্ধতি সব দেশে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

ছ. ভোট প্রদানের পদ্ধতি অনুসারে অতিরিক্ত তথ্য-

ডাক ভোটের ক্ষেত্রে: ভোটারের সঠিক ডাক ঠিকানা (Google Maps লোকেশন পিকার ব্যবহারে) প্রদান করতে হবে এবং স্বাক্ষরের তিনটি পৃথক নমুনা আপলোড করতে হবে।

প্রক্সি ভোটের ক্ষেত্রে: ভোটারকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে 'প্রক্সি' হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। প্রক্সি ভোটারের পক্ষ থেকেও অতিরিক্ত যাচাই প্রক্রিয়া থাকবে।

অনলাইন ভোটের ক্ষেত্রে: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল বা ইমেইলে এককালীন পাসওয়ার্ড (OTP) প্রাপ্তি এবং দুই বা ততোধিক গোপন প্রশ্ন নির্বাচন করার মাধ্যমে মাল্টিফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন চালু করা হবে। গোপন প্রশ্নগুলো প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেক্ষাপট ও জীবনমানের সঙ্গে সুসমন্বিতভাবে তৈরি করা হবে।

জ. ভোটারের সম্মতি-

ভোটারকে সমস্ত বিধি-নিয়ম, শর্তাবলী মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। ভোটার ঘোষণা করবেন যে, তার প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও মিথ্যা তথ্য প্রদান করে থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে;

ঝ. পরবর্তী প্রক্রিয়া-

স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি নির্বাচনি জেলার ভিত্তিতে প্রবাসী ভোটারদের একটি প্রকাশ্য তালিকা প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট তালিকা দেখে কেউ যদি অননুমোদিত বা সন্দেহজনক নিবন্ধন দেখে, তা প্রতিবেদনে প্রকাশ করার জন্য বিইসি কর্তৃক মনোনীত একটি কমিটি থাকবে।

ঞ. নিবন্ধিত প্রবাসী ভোটারদের তালিকা সাধারণ ভোটার তালিকা থেকে পৃথকভাবে তৈরি করা হবে। প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন সময়সীমা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তুলনায় যথেষ্ট আগে সমাপ্ত করতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত যাচাই প্রক্রিয়া এবং অবৈধ/অপূর্ণ তথ্য শনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

ক. পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতিতে ভোটিংঃ

- প্রবাসী ভোটারগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিস্টেমে লগইন করবেন;
- পোস্টাল ভোটার হওয়ার জন্য তিনি ডাকযোগে ব্যালট প্রেরণের ঠিকানাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী দিয়ে আবেদন করবেন। তথ্য পূরণের পর ভোটার একটি নিবন্ধন ফরম ডাউনলোড করে সেটিতে পোস্টাল ভোটে ব্যবহারের জন্য নমুনা স্বাক্ষর করবেন;
- অত:পর তিনি স্বাক্ষরকৃত ফরমটি আপলোড করবেন এবং ভোটারের নিজ স্বাক্ষর নিশ্চিত করবেন;
- আগ্রহী ভোটারদের সহায়তার জন্য "২৪/৭ হেল্প ডেস্ক" ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- OMR উপযোগী কাগজের ব্যালট পোস্টাল ভোটে ব্যবহার হবে। কালো কলম/মার্কার দিয়ে "ক্রস" অথবা "টিক" চিহ্ন দিয়ে পোস্টাল ভোটারগণ ব্যালটে ভোট দিবেন। ভোট দেওয়া সব কাগজের ব্যালট স্ক্যানকৃত ছবিসহ সংরক্ষিত থাকবে যা পরবর্তীতে পুনঃগণনা বা নিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

ব্যালট ও ভোট আদান-প্রদান-

অপশন-১

- প্রতিটি দেশে একটি করে পোস্টাল ভোট নিয়ন্ত্রণ স্টেশন স্থাপন করতে হবে এবং সেখান থেকে সকল নির্বাচনি আসনের পোস্টাল ভোটিং কার্যক্রম সেই দেশে পরিচালিত হবে;
- প্রতিটি দেশে (নিয়ন্ত্রণ স্টেশনে) কমপক্ষে তিনটি পৃথক পোস্টাল ভোটিং ইউনিট থাকবে; নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা বেশি হলে প্রয়োজনে আরও ইউনিট যুক্ত করা যেতে পারে।
- প্রতিটি পোস্টাল ভোটিং ইউনিট নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করবে;
- সর্বোচ্চ ১০০টি নির্বাচনি আসনের জন্য একজন করে প্রিজাইডিং অফিসার থাকবেন;
- উক্ত প্রিজাইডিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট প্রিন্ট, ভোটারের নিকট ব্যালট প্রেরণ, ভোটসহ ব্যালট গ্রহণ, গণনা এবং ফলাফল প্রকাশ করবেন; এই সব কাজ সিসিটিভির আওতায় হবে এবং সিসিটিভি ফুটেজ প্রার্থীর এজেন্ট ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী ইউজার একাউন্ট ব্যবহার করে দেখতে পাবেন।

অপশন-২

- বাংলাদেশ থেকে বিদেশি মিশনে ব্যালট পেপার প্রেরণ;
- বিদেশে মিশন থেকে ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরণ;
- ভোটার কর্তৃক ভোট প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট মিশনে প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট মিশন থেকে ব্যালটসমূহ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রেরণ;

খ. অনলাইন ভোটিং সিস্টেমঃ

- ভোট প্রদানের জন্য সফল লগইন এর পর ভোটার ভোটের অনুরোধ পাঠাবেন;
- সিস্টেম নির্বাচনি আসনের প্রতীক প্রদর্শন করবে;
- ভোটার একটি প্রতীক নির্বাচন করবেন;
- BEC একটি N_A থেকে একটি 'র‍্যান্ডম নাম্বার' * (N_BEC) বাছাই করবে এবং এর সাথে যুক্ত তিনটি র‍্যান্ডম নাম্বার N_B প্রদর্শন করবে;
- ভোটার একটি N_B নির্বাচন করবে (যা হবে N_Voter);
- BEC সিস্টেম নির্বাচিত ভোট চিহ্ন ও র‍্যান্ডম নাম্বার প্রদর্শন করে ভোটারকে নিশ্চিত করতে বলবে;
- ভোটার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট (নির্বাচিত প্রতীক ও র‍্যান্ডম নাম্বার) নিশ্চিত করবেন;
- নিশ্চিত করার পর আবার লাইভনেস চেক ও গোপন প্রশ্নের উত্তর চাহিত হবে (ছবির মিলের স্কোর অনুযায়ী প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারিত হবে);
- এই সময়ে ভোটারের একটি ছবি তোলা হতে পারে যা ভবিষ্যতে 'অস্বীকার' এড়াতে সংরক্ষণ করা যায়;
- ভোট নিশ্চিত হলে BEC সিস্টেম N_Voter নাম্বারটি স্থায়ীভাবে লক করে দিবে;
- BEC সিস্টেম একটি হ্যাশ ফাংশন ব্যবহার করে N_BEC, N_Voter এবং ভোট প্রতীক মিলিয়ে একটি একমুখী হ্যাশ তৈরি করবে;
- BEC সিস্টেম N_BEC, হ্যাশ, এবং এনক্রিপ্টেড ভোট প্রতীক সংরক্ষণ করবে (যেমন পাসওয়ার্ড ডাটাবেজে থাকে);
- ভোটের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে N_Voter ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে না। এজন্য ভবিষ্যতে হ্যাশ যাচাই করতে N_Voter এর প্রয়োজন হবে - যা কেবল ভোটার জানেন;
- ভোটার, ভোট দেওয়ার সময়ে তার NID, IP অ্যাড্রেস, এবং টাইমস্ট্যাম্প সিস্টেমে লগ হবে — যাতে ভবিষ্যতে ভোট দেওয়ার প্রমাণ থাকে;
- ভোটার চাইলে ব্যালট (PDF ফরমে) সংরক্ষণ করতে পারেন, যাতে N_Voter ও হ্যাশ থাকে;
- প্রয়োজনে BEC চাইলে, ভোটারের অনুমতিতে ব্যালটে ভোট প্রতীকও থাকতে পারে;
- ভবিষ্যতে ভোটার নিজের ব্যালট আপলোড করে যাচাই করতে পারবেন;
    - ব্যালট থেকে N_Voter ও হ্যাশ বের করা হবে;
    - BEC সিস্টেম নিজস্ব DB থেকে হ্যাশ অনুযায়ী N_BEC ও ভোট প্রতীক বের করবে;
    - পুনরায় হ্যাশ গণনা করে মেলানো হবে;
    - যদি কোন ধাপে গরমিল হয়, সিস্টেম জানাবে যে ব্যালট পাওয়া যায়নি ও কেন;
    - সব ঠিক থাকলে সিস্টেম জানাবে ব্যালট বৈধ ও ভোটের তথ্য (যেমন প্রতীক);
- প্রবাসী ভোটারদের NID তালিকা BEC প্রকাশ করবে, যাতে সাধারণ জনগণ কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে তা রিপোর্ট করতে পারে।

[* র‍্যান্ডম নাম্বার তৈরি:

- নির্বাচনের দিনে BEC সিস্টেম রাজনৈতিক দলের সামনে (N_A, N_B) ধরনের র‍্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবে;
- উদাহরণস্বরূপ, ১০ হাজার N_A ও প্রতিটির সাথে ১০ হাজার N_B তৈরি হলে মোট ১০ কোটি ম্যাপিং তৈরি হয়;
- এই নাম্বারগুলো CD/DVD-তে সংরক্ষণ করা হয় ভিডিও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।]

গ. প্রক্সি ভোটিংঃ

- প্রবাসী ভোটার নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড এবং ওটিপি ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেমে লগইন করবেন;
- প্রয়োজনীয় তথ্যসহ প্রক্সি মনোনয়ন করবেন;
- প্রক্সির সাম্প্রতিক ডিজিটাল ছবি, এনআইডি এবং ভোটার এর সাথে প্রক্সির সম্পর্কের প্রত্যয়ন পত্র প্রক্সি মনোনয়নের সময় সিস্টেমে আপলোড করতে হবে;
- যদি নির্বাচন কমিশন প্রক্সি মনোনয়ন যাচাইয়ের সময় অতিরিক্ত কোনো তথ্যের প্রয়োজন মনে করে, তবে ভোটার পোর্টালের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত তথ্য সমূহ আপলোড করতে পারবেন;
- প্রক্সিকে ভোটারের নিকটাত্মীয় হতে হবে;
- প্রবাসী ভোটার, প্রক্সি ও স্বাক্ষীকে একই এলাকার হতে হবে;
- নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীতদের সম্মতি গ্রহণ করা হবে এবং যাচাই করা হবে;
- প্রবাসী ভোটারদের বিপরীতে প্রক্সি ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে;
- প্রক্সিকে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা তথ্য যাচাই করবেন;
- প্রক্সি ভোট কেন্দ্রে একটা সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করবেন;
- প্রক্সি যেভাবে নিজের ভোট দিবেন, সেই ভাবেই একই সময়ে একই ভোট কেন্দ্রে প্রক্সি ভোটটিও দিবেন;
- প্রক্সি আবেদন বাতিল বা পরিবর্তন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হতে হবে;
- একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ একজন প্রবাসী ভোটারের প্রক্সি হতে পারবেন।

26.04.2025
মোঃ রফিকুল হক
সিস্টেম ম্যানেজার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা।